সংবাদ

তারিখ 22 JAN 2014
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

কচুয়ায় কোচিং বাণিজ্যে জিম্মি অভিভাবকরা

প্রতিনিধি, কচুয়া (চাঁদপুর)

চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলায় প্রাইভেট পড়ানো এবং কোচিং বাণিজ্য জমে উঠেছে। অভিভাবকদের একরকম জিম্মি করে একশ্রেণীর শিক্ষক নির্বিঘ্নে প্রাইভেট পড়ানো এবং কোচিং ব্যবসা চালাচ্ছেন। সন্তানদের পাঠ দানের নামে প্রাইভেট পড়ানো এবং কোচিংয়ে ভর্তি করাতে বাধ্য করাচ্ছে। এ নিয়ে স্থানীয় অভিভাবকদের মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, ছাত্রছাত্রীদের উন্নত ক্যারিয়ার গঠনের নামে প্রাইভেট পড়ানো শিক্ষক এবং কোচিং সেন্টারের পরিচালকরা হাতিয়ে নিচ্ছে হাজার হাজার টাকা। বিশেষ করে কচুয়া সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আবদুল আউয়াল, মামুনুর রশিদ ও রাশেদ এবং সাচার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষক গনেশ চন্দ্র ধরসহ বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা এসব প্রাইভেট পড়ানো এবং কোচিং সেন্টারের সঙ্গে জড়িত থাকায় অনেকটা বাধ্য হয়ে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের প্রাইভেট পড়ানো ও কোচিং সেন্টারে পড়াতে বাধ্য হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে একজন অভিভাবক নাম প্রকাশ না করার শর্তে এই প্রতিনিধিকে জানান, নিয়মনীতির বালাই নেই, নিজেদের মনগড়া মাসিক বেতন নির্ধারণ করে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা আদায় করছে অধিকাংশ প্রাইভেট পড়ানো শিক্ষক এবং কোচিং সেন্টারের পরিচালক বা মালিকরা। অভিভাবকরা একরকম জিম্মি এসব প্রাইভেট পড়ানো শিক্ষক এবং কোচিং সেন্টারের কাছে। অভিভাবকদের সন্তান স্কুল অথবা কলেজে ভালো নম্বর পেতে হলে শিক্ষকদের স্নেহভাজন ওই শিক্ষক প্রাইভেট পড়ানো এবং কোচিং সেন্টারে জড়িত, সেখানে ভর্তি না করলে সেই শিক্ষার্থীকে অন্যভাবে দেখা হয় শ্রেণীতে। এমনকি স্কুল-কলেজের বিভিন্ন পরীক্ষায় নম্বরও কম দেয়া হয়। জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের ফেল করানোর হুমকি দেয়া হয়। এ কারণেই অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের বছরের শুরুতেই প্রাইভেট পড়ানো এবং বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে ভর্তি করাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। কচুয়া উপজেলায় দিন দিন প্রাইভেট পড়ানো শিক্ষকদের ব্যবসা ও কোচিং সেন্টারের বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় সব স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা প্রাইভেট পড়ানো এবং কোচিং সেন্টারের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। আর এসব শিক্ষকরা ক্লাসে পড়ানোর চাইতেই বেশি প্রাইভেট পড়ানো বা কোচিং সেন্টারে পড়াতে আগ্রহী। সরকারিভাবে নির্দেশনা রয়েছে কোন শিক্ষক, প্রতিষ্ঠানে বা বিদ্যালয়ে প্রাইভেট বা কোচিং (পড়াতে) করতে পারবে না কিন্তু ওই নির্দেশ অমান্য করে কচুয়া সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় এবং সাচার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের উল্লেখিত শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট ও কোচিং পড়াতে মহাব্যস্ত থাকেন বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ।

প্রাইভেট পড়ানো এবং কোচিং সেন্টারের ব্যাপারে কচুয়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. আহসান উল্লাহ চৌধুরীকে আমাদের এ প্রতিনিধি জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, আমি অসহায়। আমার কি করার আছে? তবুও আমি উক্ত বিদ্যালয়গুলোর উল্লেখিত শিক্ষকসহ কচুয়ার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রাইভেট পড়ানো শিক্ষক এবং গড়ে উঠা কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানান।